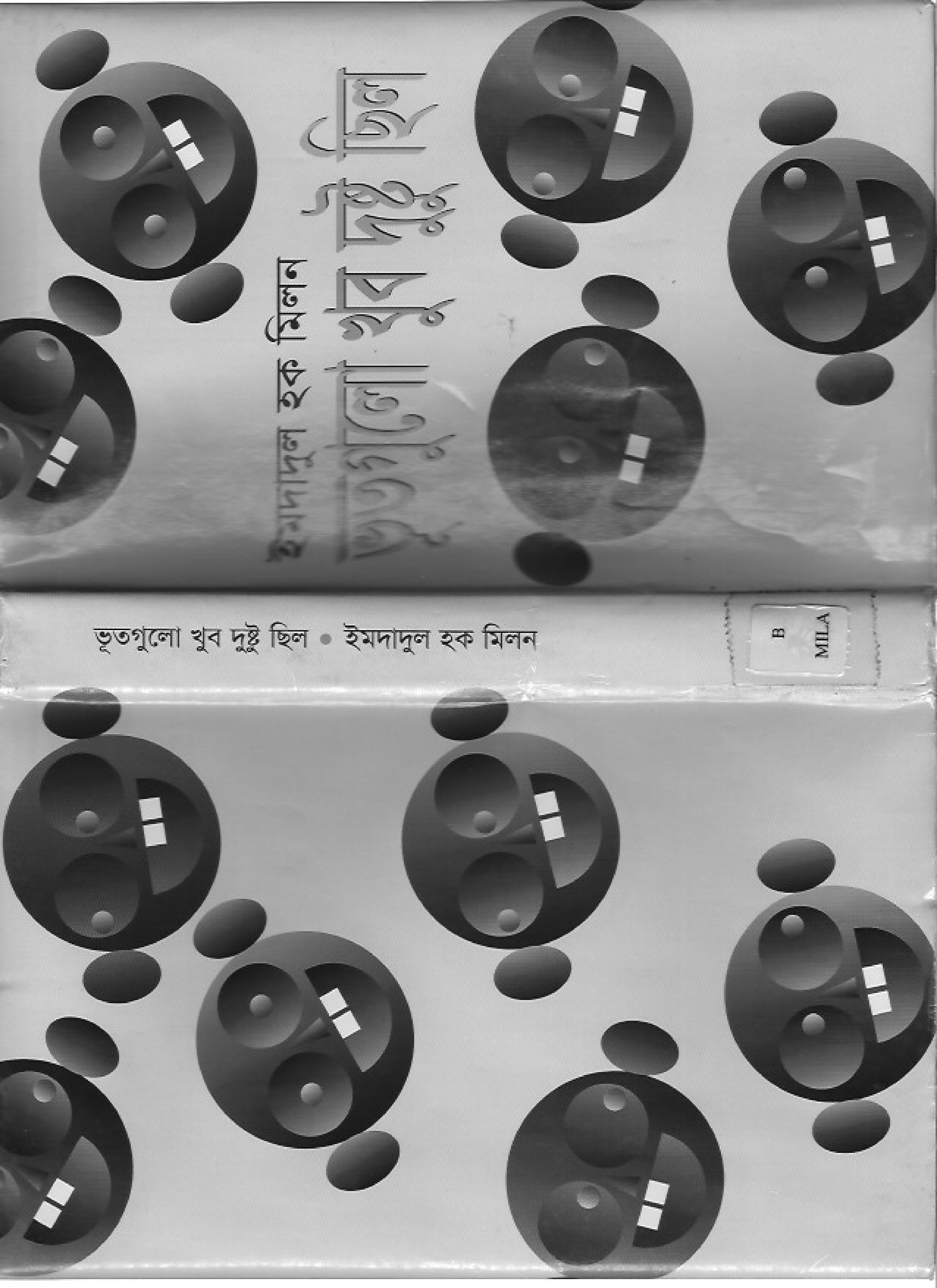
ইমদাদুল হক মিলন
ভূতগুলো খুব দুষ্টু ছিল
ভূতগুলো খুব দুষ্টু ছিল • ইমদাদুল হক মিলন
B
MILA

ফিরে এলো রমাকান্ত কামার

বিকেলবেলা খয়রার পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরছে লালটু, ঘুমঘুমির মাঠ ছাড়িয়ে যে নদী, নদীটা মাত্র পার হয়েছে, মাথার পেছনের দিকে টিকির চুল ধরে কে একটা টান দিল। বাড়ি ফেরার সময় লালটু বেশ ক্লান্ত থাকে। সারাদিন ঘুমঘুমির মাঠে গরু চরানো, বন্ধুদের সঙ্গে ছুটোছুটি, খেলাধুলো, ফেরার সময় হাত পা একেবারে ভেঙে আসে। শরীর অবশ লাগে। ফলে খয়রার পিঠে চড়ে বসার পর ভারি একটা ঘুমঘুম ভাব হয়। এখনও তেমন একটা ভাবের মধ্যে ছিল। টিকিতে টান খেয়ে ধড়ফড় করে উঠল। কে, কেরে?

আসলে প্রথমে লালটু বুঝতেই পারেনি সে খয়রার পিঠে বসে আছে। ঘুমঘোরে ছিল বলে তার মনে হয়েছে সে আছে ঘুমঘুমির মাঠে। মাঠের দেবদারু গাছটির তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, সেই ফাঁকে বন্ধুরা কেউ তার টিকি ধরে টান দিয়েছে।

কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল লালটু। কোথায় ঘুমঘুমির মাঠ! সে বসে আছে খয়রার পিঠে। সামনে বাদ্যকর বাড়ির একপাল গরু, গরুদের সর্দার খয়রা তাকে পিঠে নিয়ে পালের পিছু পিছু হাঁটছে। ভোরবেলা মাঠে আসার সময় খয়রা থাকে পালের আগে, ফেরার সময় একদম পেছনে। কারণ তখন সে হাঁটে খুবই আস্তে ধীরে। লালটুর মেজাজমর্জি তার মুখস্থ। ফেরার সময় মহারাজ যে তার পিঠে বসে ঘুমোন খয়রা তা জানে। জোরে চললে ধপাস করে পিঠ থেকে যদি পড়ে যান তাহলে খয়রার আর গতি নেই! কি যে হবে খয়রা তা ভাবতেও পারে না! মহারাজ ওই অতটুকু পুচকে হলে কি হবে, তেনারাও তাঁকে যমের মতো ডরান।

পিঠে বসা লালটুর হঠাৎ করে অমন কে, কেরে শুনে খয়রা বেশ ভড়কে গেল। নিজের অজান্তে থেমে গেল সে। কি হয়েছে মহারাজ?

ততক্ষণে নিজেকে সামলে ফেলেছে লালটু। বলল, না, কিছু না।

তাহলে অমন ভড়কে উঠলেন কেন?

এমনি। তুই চল।

খয়রা তবু নড়ল না। বিনীত গলায় বলল, খোয়াব দেখেছেন?

লালটুর মনে হল, ঠিক কথাটাই বলেছে খয়রা। ঘুমঘোরে সে বোধহয় স্বপ্নই দেখেছে। স্বপ্নে কেউ তার টিকি ধরে টান দিয়েছে।

লালটু একটা হাঁপ ছাড়ল। তারপর ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে খেকুড়ে গলায় বলল,

হতে পারে। কিন্তু স্বপ্নকে তুই খোয়াব বলিস কেন? ইস, তুই আর মানুষ হলি না, গরুই রয়ে গেলি!

খয়রা বেজায় লজ্জা পেল। লায় পেলে হাঁটাচলা ধীর হয় তার। এখনও হলো। এইমাত্র হাঁটতে শেখা শিশুর মতো একপা দুপা করে এগুতে লাগল সে। অন্য গরুরা তখন বহুদূর এগিয়ে গেছে। সোনারও গা প্রায় ধরে ফেলল। বিকেলের রোদ তাদের পায়ের ধুলোয় সাদা হয়ে গেছে।

কিন্তু খয়রা হাঁটছে কি হাঁটছে না সেদিক আর খেয়াল রইল না লালটুর, সে আবার ঘুমে ঢুলতে লাগল।

ঠিক তখুনি টিকির কাছে আবার টান। এবার একটু জোরে। লালটু সামান্য ব্যথা পেল। এবার আর কে, কেরে বলল না, ওহ্ করে একটু শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে চলা থামাল খয়রা। ব্যাকুল গলায় বলল, কি হল মহারাজ, আবার খোয়াব দেখলেন? আপনারা মানুষরা এত ঘনঘন খোয়াব দেখেন কেন? তাও দিনের অন্ধকারে!

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলায় শেষ দিকে গুলিয়ে ফেলল খয়রা। দিনের আলোকে বলল দিনের অন্ধকার। শুনে টিকির টানের কথা ভুলে গেল লালটু। খেকুড়ে গলায় বলল, আবার ভুল কথা। দিনে অন্ধকার নয় গাধা, দিনের আলো।

লালটুর ধমক খেয়ে লজ্জায় মুখ নোয়াল খয়রা। ভুল হয়ে গেছে মহারাজ!

এত ঘনঘন ভুল হয় কেন? দিনভর কাড়ি কাড়ি ভাত খেতে তো ভুল হয় না।

ভাত না মহারাজ, ঘাস।

খয়রা তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে দেখে যারপরনাই লজ্জা পেল লালটু। একেবারেই বেকুব হয়ে গেল সে। ব্যাপারটা বুঝল খয়রা। বুঝে বেশ একটা সহানুভূতির গলায় বলল, দিল খারাপ করবেন না মহারাজ। মানুষেরও ভুল হয়।

মনকে দিল বলছে খয়রা। কথাটা কানে লাগল লালটুর। নিজের ভুলের কথা ভুলে আবার খয়রার ভুল ধরতে যাবে লালটু, লালটুর ঘাড়ের কাছে কে একটা শ্বাস ফেলল। শ্বাসটা বরফের মতো শীতল। ফলে গা এমন করে কাঁটা দিল লালটুর, লালটু প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাবে, কানের কাছে মুখ এনে কে ফিসফিস করে বলল, লালটু, ও লালটু, আমি এইসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা গলায় বলতে গেল, কেরে, তার আগেই বরফের মতো শীতল একটি হাত তার মুখ চেপে ধরল। রা করিও না। খয়ের খাঁ বুইঝে যাবে। আমি রমা, রমাকান্ত কামার।

রমাকান্ত ফিরে এসেছে!

মুহূর্তে ঘুমভাব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল লালটুর! গরু হয়ে খয়রা তাকে ভুল ধরিয়ে দিয়েছে সেই অপমানের কথা মনেও হল না। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে গেল, অদৃশ্য শীতল একটা হাত কাঁধের কাছটা চেপে ধরল, অমন করিও না ভাইটি, পইড়ে যাবে।

লালটু গদগদ গলায় বলল, তুমি এতকাল কোথায় ছিলে? ঘুমঘুমির মাঠে প্রতিদিন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি!

লালটুর কথা শুনে থমকে দাড়াল খয়রা। ব্যাকুল গলায় বলল, কি হল মহারাজ? আবার খোয়াব, না না ভুল হয়েছে, আবার স্বপ্ন দেখলেন?

লালটু কথা বলবার আগেই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসে গলায় রমাকান্ত বলল, শব্দ কইরে কথা কহিও না। গরুটি বুইঝে যাবে। বুইঝে গেলে কেচ্ছা কেলেংকারি হবে। প্রাণভয়ে এমন কইরে ছুইটবে, তোমার রফা দফা হবে।

দফা রফাকে উল্টো করে বলল রমাকান্ত। কিন্তু লালটু কিছু মনে করল না। নিজেকে সামলে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় খয়রাকে বলল, আমি একা একা কথা বলছি। তুই তোর মতো চল।

কিন্তু একা একা কথা কওয়া তো ভাল না। দুটি সময়ে মানুষ একা একা কথা বলে। এক পাগল হলে, দুই ভূতে ধরলে। আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মহারাজ?

খয়রার কথা শুনে খিক করে হাসল রমাকান্ত। অনেকটা সাবধান থাকার পরও নিজেকে সামলাতে পারেনি। শব্দ বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করল খয়রা। কে হাসল মহারাজ?

রমাকান্তর হাসির শব্দে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল লালটু। খয়রার কথা শুনে ব্যাপারটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল। কে আবার হাসবে, আমিই।

কিন্তু আওয়াজখানা অন্যরকম ঠেকল যে।

তারপর একটু থেমে খয়রা বলল, বেয়াদপি নেবেন না মহারাজ, একখানা প্রশ্ন না করে পারছি না। আপনি আজ খুবই উল্টাপাল্টা করছেন। কে কেরে বলে কাকে যেন কি জিজ্ঞাসিলেন। একা একা কথা বলছেন, অন্যের মতো গলা করে হাসছেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

না না, পাগল হব কেন?

তাহলে আপনাকে কি ভূতে ধরেছে?

আরে না না। তুই হাঁট তো। আমাকে নিয়ে ভাবিস না। আমি আজ একটু আমোদে আছি, এ জন্য এমন করছি।

তারপর ফিসফিসে গলায় রমাকান্তকে লালটু বলল, রমাকান্ত, আছ তো?

লালটুর ডান কানের কাছ থেকে রমাকান্ত বলল, আছি।

কোথায়?

তোমার ডান কানের গর্তের কাছে বইসে আছি।

টের পাচ্ছি না যে।

কি করে পাবে, হাওয়ার ওপর আছি যে!

এবার তোমাকে অন্যরকম লাগছে।

কি রকম?

আগে হাওয়ায় ভেসে থাকলেও গরুরা তোমায় দেখতে পেত। তোমার ভূতগন্ধ নাকে এসে লাগত তাদের। এবার দেখি কিছুই হচ্ছে না। খয়রার এত কাছে আছ তাও খয়রা কিছু বুঝতে পারছে না।

রমাকান্ত কুলকুল করে হাসল। গরুদের চোখে কান ফাঁকি দেয়ার কায়দাখানা আমি শিইখে ফেলেছি। কাছে থাকলেও উহারা আমায় দেইখতে পাবে না।

আনন্দে আটখানা হয়ে লালটু বলল, এটা একটা কাজের কাজ করেছ।

তুমি খুশি হয়েছ লালটু?

খুব খুশি হয়েছি।

তাহলে আমি তোমার কান থেইকে নামি। তোমার পিছনে বইসে তোমার সঙ্গে কথা কহি।

ঠিক আছে।

লালটুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং করে একটা লাফ দিল খয়রা। লালটু প্রায় কাত হয়ে পড়ছিল, অদৃশ্য দুহাতে রমাকান্ত তাকে আঁকড়ে ধরে রাখল। কিন্তু মেজাজ সেই ফাঁকে যতটা খারাপ হওয়ার হয়ে গেছে লালটুর। ভয়াবহ তিরিক্ষি গলায় লালটু বলল, কিরে খয়রা, বড় যে তিড়িংবিড়িং করছিস? প্যাদানী খাবি?

খয়রা দিশেহারা গলায় বলল, আমি কি করব মহারাজ। হঠাৎ করে পিঠে মনে হল বরফের চাঁই পড়েছে। অমন ঠাণ্ডা লাগলে লম্ফ না দিয়ে পারি?

এখানে বরফের চাঁই আসবে কোত্থেকে?

তাহা তো আমিও বুঝতে পারছি না।

লালটুর কানের কাছে মুখ এনে রমাকান্ত বলল, চেইপে যাও ভাইটি। ভুলখানা আমারই হয়েছে। এতকাল পর তোমাকে পেয়ে গদগদ হয়ে গেছি। বসতে গিয়ে আসলে শরীর ছেড়ে দিয়েছিলাম।

লালটু বলল, তাই বল।

রমাকান্ত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই খয়রা বলল, মহারাজ, আপনি এমন ওজনদার হয়ে গেলেন কেন? হঠাৎ করে মনে হচ্ছে দুজন আপনি আমার পৃষ্ঠে বসে আছেন।

লালটু বুঝল এও রমাকান্তর ভুল। খয়রা লাফিয়ে ওঠার পর শীতল শরীরখানা সরিয়ে নিয়েছে সে কিন্তু ওজনটা নেয়নি। ফলে একজন লালটুকে দুজন মনে হচ্ছে খয়রার।

কনুই দিয়ে রমাকান্তকে একটা গুঁতো মারল লালটু। তাড়াতাড়ি ঠিক হও। খয়রা কিন্তু বুঝে যাচ্ছে।

রমাকান্ত বলল, এই হনু বাহে।

সঙ্গে সঙ্গে খয়রা বেশ আমুদে গলায় বলল, এই তো আগের মতো মালুম হচ্ছে মহারাজ। আপনাকে একজনই মনে হচ্ছে।

ততক্ষণে গ্রামসীমায় এসে ঢুকেছে খয়রা। খয়রার পিঠে বসে শেষ বিকেলের মনোরম আলোয় সোনারঙ গ্রামখানিকে সোনার মতো ঝকমক ঝকমক করতে দেখল লালটু। দেখে বলল, রমাকান্ত, তুমি কিন্তু আজ আমার সঙ্গে থাকবে। ফিরে যেতে পারবে না। সারারাত তোমার সঙ্গে আমি গল্প করব।

রমাকান্ত বিগলিত গলায় বলল, শুধু আজ রাত কেন, তুমি বললে সব সময় আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাব।

সত্যি?

সত্যি।

তাহলে তাই কর।

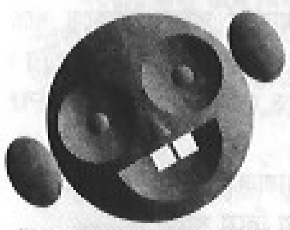

গ্রামে ঢোকার মুখে পাহারাদারের ভঙ্গিতে বসে থাকে গ্রামের নেড়িকুত্তাগুলো। এখনও ছিল। খয়রাকে দেখেই এক সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তারা। তারপর তার স্বরে চেঁচাতে লাগল। লালটু কিংবা খয়রা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভয়ার্ত গলায় রমাকান্ত বলল, সর্বনাশ! উহারা তো আমায় চিইনে ফেলেছে। গরুর চোখ কান ফাঁকি দেয়ার কায়দা শিখেছি, কুত্তাদেরটা তো শিখিনি। এখন উপায় কি বাহে?

রমাকান্তর কথা শুনে লালটু খুবই হতাশ হল। সে যে অবিরাম রমাকান্তর সঙ্গে কথা বলছে, এই নিয়ে খয়রা যে বেশ চিন্তিত, ভাবছে লালটু পাগল হয়ে গেছে নয়ত তাকে ভূতে ধরেছে, সব ভুলে কাতর গলায় বলল, তাহলে কি হবে এখন? তুমি গ্রামে ঢুকবে কি করে? গ্রামে না ঢুকলে আমাদের বাড়ি যাবে কি করে, আমার সঙ্গে থাকবে কি করে? রমাকান্ত কথা বলবার আগেই খয়রা তার লটর পটর করা কান দুটো শিংয়ের মতো খাড়া করে ফেলল। লালটু যেখানে বসে আছে তার পেছন দিকে লেজটা করল 'পাচন বাড়ি' মানে গরু চড়াবার লাঠির মতো শক্ত এবং খাড়া। সব মিলিয়ে খয়রার ভঙ্গিটা একেবারেই যুদ্ধংদেহি। মুখে ঘোৎ ঘোৎ একটা আওয়াজ করছে সে।

সামনে গ্রামে ঢোকার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে একপাল নেড়িকুত্তা, মুহূর্তকাল বিরাম না দিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খেউ খেউ খেউ খেউ করছে তো করছেই। সেই

শব্দে দশদিক মুখরিত, কান ঝালাপালা। খয়রা ছাড়া বাকি গরুগুলো আগেই পগাড়পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাদ্যকর বাড়ি পৌঁছে গেছে। বাড়ি ফিরে গরুগুলো নিয়ে টুকুর টাকুর কিছু কাজ থাকে লালটুর। কোনও কোনও গরু সারাদিন পেটপুরে খাওয়া দাওয়া করার ফলে, এতদূর পথ হেঁটে বাড়ি ফেরার ফলে এতটাই কাহিল হয়ে পড়ে, গোয়ালে ঢোকার আর সময় পায় না। বাড়ির উঠোনেই লেছড়ে পেছড়ে বসে পড়ে। বসেই চোখ বুজে জাবর কাটতে থাকে। লেজে কঠিন করে মোচড় না দিলে কারও বাপের সাধ্যি নেই সেগুলোকে দাঁড় করায়।

এই কাজটা আজ কে করবে? নিশ্চয় দুচারটে গরু এতক্ষণে বাড়ির উঠোন দখল করে ফেলেছে। অন্ধকারে গরুগুলোকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির বউঝিরা এঘর ওঘর করার সময় গরু বাছুরের ওপর ওষ্ঠা খেয়ে পড়বে।

একবার যদি কেউ ওষ্ঠা খায় তাহলে আর রক্ষে নেই লালটুর। বউঝিগুলো বাড়ির বেজায় কাহিল। প্রতিবছরই শীতকালে দুচারটি করে পটল তোলে। হলে হবে কি, গরুর ওপর ওষ্ঠা খেলে খুবই অসম্মান বোধ করবে তারা। বাড়ির গরুর মতো জোয়ান পুরুষদের বলে মার খাওয়াবে লালটুকে। আর সে কি যে সে মার! লালটুর কাঠির মতো গর্দানটা ধরে, রমাকান্তর বাবা রমাকান্তকে যেমন করে শূন্যে তুলেছিল ঠিক সে কায়দায় এক হাতে শূন্যে তুলবে লালটুকে। তারপর শূন্যে তুলে রেখেই অন্য হাতে একেক গালে দুখানা করে মোট চারখানা চড় কষাবে। সেই চড়ে নিঃশব্দে দুমাড়ি থেকে মুখের ভেতর লালটুর খসে পড়বে দুচারটা দাঁত।

এই অব্দি ভেবে বাকি কাণ্ডকারখানা ভাববার কথা ভুলে গেল লালটু।

খয়রার পিঠে, লালটুর পেছনে বসে রমাকান্ত কোন ফাঁকে কুনকুন কুনকুন করে কাঁদতে শুরু করেছে।

একদিকে বাড়ি ফিরে লালটুর মার খাওয়ার ভয়, অন্যদিকে খয়রার যুদ্ধংদেহি ভাব, আরেকদিকে রমাকান্তর কান্না সব মিলে লালটু একেবারে বেদিশে হয়ে গেল। কি রেখে কি করবে বুঝতে পারল না।

ঠিক তখুনি খয়রা বলল, জুত করে বইসে থাকবেন মহারাজ। এক চুল নইড়বেন না।

এই প্রথম লালটুর মনে হল খয়রা এবং রমাকান্ত প্রায় একই ভাষায় কথা বলে। এ কি করে সম্ভব? গরু এবং ভূত কি এক জিনিস!

রমাকান্তর কান্নাটা তখন শুনতে পেয়েছে খয়রা। নেড়িদের অমন বাজখাই খেউ খেউ ছাপিয়ে কেমন করে অমন কুনকুনে কান্নাটা শুনতে পেল সে কে জানে, বলল, কে কাঁদিছে মহারাজ? আপনি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। কুত্তাদের ভয়ে আপনার মতো মানুষ কাঁদিছে! ইহা দেখার আগে আমার মরণ হইল না ক্যানে! আপনি কাঁদিবেন না মহারাজ। কুত্তাদের আমি দেখে নেব। বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না এক টুকরো মেদিনী।

খয়রার কথা শুনে এত কিছুর মধ্যেও বেশ একটা আরাম বোধ হলো লালটুর।

যাক, রমাকান্তর কান্নাটাকে লালটুর কান্না বলে ভুল করেছে খয়রা। ভালই হয়েছে। নয়ত সামনের নেড়িকুত্তার দল যে তার পিঠে বাচ্চা একটি ভূত বসে থাকতে দেখে অমন করছে টের পেলে ভূতের ভয়ে মাগো বাবাগো বলে ত্রাহি চিৎকারে প্রাণ ফাটাত খয়রা। গায়ে 'বিলাই চিমটি' (বিছুটি) লাগলে যেমন করে তড়পায় লোকে তেমন করে তড়পাতে শুরু করত। পরে মুহূর্তে খয়রার পিঠ থেকে পড়ে যেত লালটু, খয়রার পায়ের তলায় পড়ে প্রাণটি তার যেতেও পারত।

কনুই দিয়ে রমাকান্তকে একটা গুঁতো দিল লালটু। ফিসফিস করে বলল, এই, তুমি থাম তো। কাঁদছ কেন?

তবু কান্না থামাল না রমাকান্তর। কুনকুনে আওয়াজটা একটু কমাল, নাকি গলায় প্রতিটি কথার ওপর চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে বলল, ওঁপায় কিঁ হঁবেঁ? কুঁত্তারা তোঁ পঁথ ছাঁইড়ছে নাঁ।

ছাড়বে। খয়রা ব্যবস্থা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল রমাকান্তর। চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, তাই বটে? তোমার খয়ের খাঁ তো খুব ভাল জীব হে!

আনন্দে গদগদ হয়ে গিয়েছিল বলে 'হে' কথাটা বেশ শব্দ করে বলে ফেলেছে রমাকান্ত। খয়রা স্পষ্ট তা শুনতে পেল। তবে বুঝতে পারল না। বলল, কিছু কহিলেন মহারাজ?

লালটু বলল, না।

তাহলে 'হে' করলেন যে!

এমনি করেছি।

তারপর রমাকান্তর কান্নাটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে বলল, কুনকুনিয়ে কাঁদছিলাম তো, কান্না থামাতে গিয়ে একখানা হেচকি উঠেছে। পুরোটা তুই শুনিসনি। শুধু 'হে' টা শুনেছিস। ও কিছু না।

তবে ঠিক আছে। জুত করে বইসেন।

কেন?

কুত্তাদের সঙ্গে কুস্তি লইড়ব।

বলিস কি?

সত্য বইলছি। এতকালের চেনা লোক আমরা আর আজ উহারা আমাদেরকে বাড়ি যেতে দিবে না! আপনি জুত করে বইসেন। আমি উহাদের দেখে লিব।

তারপরেই মুখে রে রে রে রে রে শব্দ তুলে, মাথাটা নিচু করে, শিং দুটো বাগিয়ে হঠাৎ করেই নেড়িদের দিকে প্রবল একখানা তাড়া লাগাল খয়রা। দেখে খি খি করে ভারি একটা আমুদে হাসি মাত্র হাসতে গিয়েছিল রমাকান্ত, কনুইয়ের গুঁতোয় লালটু তাকে থামাল। হেস না। আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ যেন পড়ে না যাই।

রমাকান্ত বিগলিত হয়ে চেপে ধরে রাখল লালটুকে।

ওদিকে খয়রার মতো আজদাহা গরুখানাকে অমন করে তেড়ে আসতে দেখে, তাদের প্রিয় সোনারঙ গায়ে যে একখানা ভূত ঢুকে যাচ্ছে সে কথা বেমালুম ভুলে গেল নেড়ির দল। খেউ খেউ ডাকটা তাদের মুহূর্তে নেমে গেল দশ পর্দা। খ'র জায়গায় ক হয়ে গেল। কেউ কেউ, কেউ কেউ বলে দলভঙ্গ হল তারা। যে যেদিকে পারে ছুট লাগাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধংদেহি ভাব বদলে ফেলল খয়রা। মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কান দুটো আগের মতোই নেতিয়ে লটর পটর করে ফেলল। লেজটা করে ফেলল দড়ির মতো। তারপর আনন্দের একটা শ্বাস ফেলল।

একা একটি গরু হয়ে অতগুলো নেড়িকে শায়েস্তা করেছে খয়রা, রমাকান্তর গ্রামে ঢোকার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে, লালটু এবং রমাকান্ত দুজনার অতবড় দুশ্চিন্তা কাটিয়ে দিয়েছে দেখে এতটাই বিগলিত হয়েছে রমাকান্ত, এতটাই আনন্দিত হয়েছে, আনন্দে বাগবাগ হয়ে বেশ একখানা আদরের থাপ্পড় মারল খয়রার পিঠে। কুলকুলে একখানা হাসি হেসে অতি উৎসাহের গলায় বলল, সাবাস বাহে! সাবাস!

থাপ্পড়টা আদরের হলেও ভূতের থাপ্পড় তো, যেখানে লেগেছিল জায়গাটা খয়রার জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'উহরে গিছিরে' বলে একখানা লাফ দিল খয়রা। সেই লাফের ধকল সইতে পারল না লালটু এবং রমাকান্ত, দুজনেই হুড়মুড় করে পড়ল মাটিতে। ব্যাপারটি পাত্তা দিল না খয়রা। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, এতবড় একখানা কাজ কইরলাম, তার বাদেও আপনি আমাকে মারিলেন মহারাজ! আমি আপনাকে আর পিঠে লিব না। হেইটে বাড়ি যান আপনি।

বাদ্যকর বাড়ির সব চাইতে আজদাহা জোয়ান মর্দ বাদ্যকরটির নাম পালোয়ান। দেহখানা তার ঘুমঘুমির মাঠের দেবদারু গাছটির গুড়ির মতো। হাত পাগুলো যেন দেবদারু গাছের ডালপালা, মাথাখানা যেন বিশাল একখানা হাড়ি। চুলগুলো কদম ফুলের খাড়া হয়ে থাকা রেণুর মতো। চোখ দুটো হচ্ছে দুখানা রাজহাঁসের ডিম। থ্যাবরা মোটা নাকের তলায় রামছাগলের লেজের মতো কুচকুচে কালো গোঁফ।

গলায় কালো মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা গজার মতো চ্যাপ্টা একখানা তাগা। তাঁতীদের তৈরি লুঙ্গিতে তার শরীর ঢোকে না বলে বউর শাড়ি লুঙ্গির মতো করে পরে থাকে সে। তার সাইজের কোমরে বাঁধা যায় এমন গামছা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য বউর একখানা লাল শাড়ি গামছার মতো করে কোমরে বেঁধে রাখে সে। পালোয়ান যখন হাঁটে বাদ্যকর বাড়ির উঠোন থরথর করে কাঁপে।

কিন্তু পালোয়ানের বউটি হচ্ছে একেবারেই উল্টো। নাম যেমন শুটকি, দেখতেও সে তেমন শুটকো। এত রোগা পটকা, এত কাহিল, হেঁটে গেলে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো টালমাটাল হয়ে যায়। পায়ে পা লেগে ওষ্ঠা খায়। সামনের দিক থেকে জোরে বাতাস এলে সেই বাতাস তাকে ঠেলে নিয়ে যায় পেছনে, পেছন থেকে বাতাস এলে সে চলে আসে সামনে। প্রতি শীতেই বাড়ির লোক আশা করে, এই বুঝি পটলটা তুলল শুটকি। কিন্তু তোলে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচে আছে। আজ সন্ধ্যায় হল কি, লালটু সঙ্গে নেই দেখে গরুগুলো যে যার মতো বাড়ি ঢুকেছে। ঢুকে উঠোনে লেছড়ে বসেছে তিনটে গরু। আর কি কাণ্ড, তিনটেই ঘোর কালো রঙের। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে গায়ের রঙ একাকার হয়ে গেছে তাদের। দেখে বোঝার উপায় নেই অন্ধকার উঠোনে অমন তিনখানা গরু বসে আছে।

শুটকি করেছে কি, রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল রাতের খাবার খেতে। উঠোনের মাঝামাঝি এসেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল একটি গরুর ওপর। পড়েই 'উলো মালো মা গেছিলো' বলে এক চিৎকার। চিৎকারের সঙ্গে দাঁত কপাটি লাগল তার। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল কুপিবাতি নিয়ে বেরুল। পালোয়ান নিজে বেরুল একখানা বিশাল টর্চলাইট নিয়ে। তারপর উঠোনে তিনখানা কালো গরু এবং একখানা গরুর গা ঘেঁষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা শুটকিকে দেখে যা বুঝার বুঝে গেল। লালটুর ওপর বেদম রাগল সে। অজ্ঞান বউর কথা ভুলে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, গরুগুলোকে একা ছেড়ে দিয়েছে হারামজাদা! আজ আসুক, একটানে কল্লাটা ওর ছিঁড়ে ফেলব।

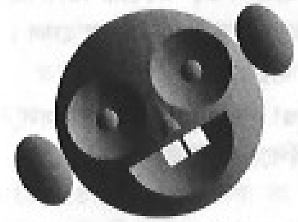

খয়রা হেলে দুলে গোয়ালের দিকে যাচ্ছে। পালোয়ান হুংকার দিয়ে উঠল।

তবে রে পাপিষ্ঠ
হইলি কেন ভূমিষ্ঠ
করতে সবার অনিষ্ঠ
দেখতে তুই শান্তশিষ্ট
আসলে তুই লেজ বিশিষ্ট

পালোয়ানের স্বভাব হচ্ছে অতিরিক্ত রেগে গেলে কথা বলে ছড়ায় ছড়ায়। মিলুক বা না মিলুক ছড়ার মতো টেনে টেনে কথা বলে যাবে সে। এখনও তাই করল। দেখে বেজায় ভড়কাল খয়রা। কিছুতেই বুঝতে পারল না তার অপরাধ কি, পালোয়ান সাহেব অমন তড়পাচ্ছেন কেন? বাড়ি ফিরে গোয়ালে তো খয়রা যাবেই, গোয়ালই তো গরুদের বসবাসের জায়গা, সেখানে যাওয়া কি অন্যায়!

তাহলে?

পালোয়ানের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাবে খয়রা তার আগেই বিশাল থাবায় তার লেজটা ধরল পালোয়ান। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

কল্লাখানা তোর
ছিঁড়ব ফরফর

তারপরই একটু থতমত খেল পালোয়ান। কিন্তু গলার জোর কমাল না। হুংকারের স্বরেই বলল,

একি কাণ্ড হে
কল্লাখানা মানুষের নাকি রে?

আসলে হয়েছে কী, রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে পালোয়ান! খয়রাকে লালটু মনে করেছে। খয়রার লেজ মুঠোতে ধরে ভেবেছে লালটুর কল্লা ধরেছে। কিন্তু মানুষের কল্লা কি গরুর লেজের মতো সরু হতে পারে! হাতে যে বিশাল একখানা টর্চলাইট আছে সেই জিনিসখানা জ্বালাতে ভুলেই গেছে পালোয়ান। ফলে এরকম ভুল তার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মুহূর্তেই বুঝল খয়রা। বুঝে খুবই আমুদে গলায় বলল, 'পাহ্লান জি আমি নহি'।

এই বাড়িতে খয়রার ভাষা লালটু ছাড়া আর কেউ বোঝে না। লালটু ছাড়া অন্য সবার কাছে খয়রার ভাষা মানে গরুর ডাক। হাম্বা স্বর। পালোয়ানও সেই স্বরই শুনল। শুনে সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বালাল, জ্বেলে একেবারে বেকুব হয়ে গেল। লালটুর কল্লা ভেবে সে ধরে আছে গরুর লেজ। ছ্যা ছ্যা ছ্যা।

এমনিতেই মেজাজ খারাপ, তার ওপর এই কাণ্ড! পালোয়ান আরও রাগল, আরও বিরক্ত হলো। খয়রার লেজ ছেড়ে দশদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল সে—

সেই বজ্জাতটি কোথা
মুখটি যাহার থোতা?

লালটু আর রমাকান্ত তখন মাত্র বারবাড়িতে পা দিয়েছে, শোনে এই হুংকার। শুনে যা বোঝার বুঝে গেল লালটু। গরুগুলো বাড়ি ফিরে নিশ্চয় কোনও অঘটন ঘটিয়েছে, এজন্য রেগেছে পালোয়ান। এখন যদি লালটুকে হাতের কাছে পায় তাহলে এক আছাড়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে ছাড়বে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে আমড়া কাঠের ঢেঁকি হয়ে গেল লালটু। পা দুখানা যেন মাটির ভেতর গেঁথে গেল। সেই পা নড়াবার শক্তি রইল না তার। পালোয়ানের হুংকারটা রমাকান্তও শুনেছিল। মানুষের হুংকার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই তার। তাদের ভূত গাঁয়ে কোনও কোনও ভূত এরকম হুংকার ছেড়ে গান গায়। শুনলে মনে হয় খেয়াল কিংবা ঠুমরি হচ্ছে। শুনে আহ্লাদে মুণ্ডু দোলাতে থাকে অন্যান্য ভূত। রমাকান্ত একটু গানপাগল ভূত। ভূতদের যে কোনও ধরনের গান শুনলে মুহূর্তে চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে যায় তার। নিজের অজান্তেই দুলতে থাকে মুণ্ডুখানা। আর থেকে থেকে সমঝদার শ্রোতার মতো 'আহাহাহা উহুহু' করে ওঠে।

এখনও তাই হল। পালোয়ানের হুংকার শুনে লালটুর পাশে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাতে লাগল রমাকান্ত, দুতিনবার 'আহাহাহা, উহুহুহু' করে উঠল। লালটু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলল, কে গান গাহে হে, কণ্ঠখানা মনোহর!

এতটা ভয় পাওয়ার পরও রমাকান্তর কথা শুনে রেগে গেল লালটু। পান চিবানোর মতো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, গান না ছাগল, রাগ।

রমাকান্ত কেলান একখানা হাসি হেসে বলল, ওই তো, তুমি ভেবেছ আমি বুইঝতে পারিনি, পেইরেছি। রাগপ্রধান গান।

এবার আরও রাগল লালটু। আরে না গাধা, এই বাড়িতে একজন পালোয়ান আছে, সে আমার ওপর আজ রেগেছে হাতের কাছে পেলে আমাকে এমন মারবে, আমার দফা রফা করে ছাড়বে।

মারের কথা শুনে রমাকান্তও খুব ভয় পেল। মাথা দোলান বন্ধ করে ঢোক গিলে বলল, কেন রেইগেছে? কেন মাইরবে তোমাকে?

গরুগুলো আগে বাড়ি চলে এসেছে। গোয়ালে না গিয়ে নিশ্চয় উঠোনের দিকে চলে গেছে কোনও গরু। ওই নিয়ে বোধহয় কোনও কেলেংকারি হয়েছে।

তাহলে কি কইরবে এখন?

তাই তো বুঝতে পারছি না। বাড়ি ঢুকব কেমন করে? পালোয়ান তো আমাকে মেরে ফেলবে।

তারপরই রমাকান্তর ওপর ঝাল ঝাড়তে লাগল লালটু। এসবের জন্যে তুমি দায়ী। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে এমন হত না। খয়রাদের নিয়ে প্রতিদিনকার মতো বাড়ি ফিরে আসতাম আমি। এখন কি করব? কেমন করে বাড়ি ঢুকব?

বাড়ি তাহলে ঢুইক না।

থাকব কোথায়?

চল ঘুমঘুমির মাঠে চইলে যাই। সেথা দেওদারু তলায় ঘুমাবে।

রাতেরবেলা ঘুমঘুমির মাঠে যাবে কোনও মানুষ এবং দেবদারু তলায় ঘুমিয়ে থাকবে, ভাবাই যায় না।

লালটু রাগি গলায় বলল, আমি কি ভূত যে গাছতলায় ঘুমাব?

তা বটে! তুমি ভূত নহ।

তারপরই হঠাৎ করে বেশ খুশি হয়ে গেল রমাকান্ত। লালটুর কাঁধে হাত দিয়ে খে খে করে ভারি আমুদের একখানা হাসি হেসে বলল, লালটু ও লালটু, আমার মাথায় একখানা বুদ্ধি খেলিছে। বেজায় মনোহর বুদ্ধি। আমি তোমার রূপ ধইরে ওই যে পাহ্লান না কি বইললে উহার সামনে যাই, আর তুমি সেই ফাঁকে চইলে যাও ভিতর বাড়ি, গিয়ে কর্মকাণ্ড যাহা আছে সেইরে ফেল। বাদে দেখা হবে।

বুদ্ধিটা খুবই পছন্দ হলো লালটুর। তবু চিন্তিত গলায় সে বলল, কিন্তু পালোয়ান তো তোমাকে বেদম মারবে।

রমাকান্ত আবার খে খে করে হাসল। সে মার আমার গায়ে লাইগবে না।

এবার আহ্লাদে একেবারে নখানা হয়ে গেল লালটু। তাহলে তাই কর। পালোয়ানের হাতে আমার মারটা খেয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে এস, দুজনে একত্রে বসে রাতের ভাতটা খাব।

তথাস্তু।

তারপরই লালটু হয়ে গেল রমাকান্ত। মুহূর্তের জন্য আসল লালটুর পাশে দাঁড়াল, তারপর একজন চলল পালোয়ানের দিকে, আরেকজন ভেতর বাড়ির দিকে।

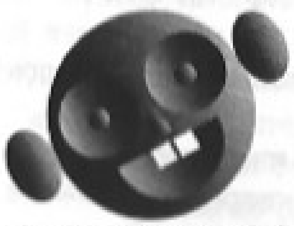

গোয়ালঘরের আশেপাশে টর্চ জ্বেলে লালটুকে খুঁজছে পালোয়ান আর হুংকার ছাড়ছে,

যদি একবার পাই
হাড়গোড় চিবিয়ে খাই

পালোয়ানের হাতের কাছে দাঁড়িয়ে রমাকান্ত বলল, তাই নাকি ভাই!

কে, কে তার সঙ্গে ছড়া মিলাল!

পালোয়ান বেশ থতমত খেল। তারপরই লালটুকে দেখতে পেল তার একেবারে হাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কোন ফাঁকে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে লালটু? পালোয়ান কেন দেখতে পায়নি?

কিন্তু এখন ওসব ভাববার সময় নেই পালোয়ানের। লালটুকে দেখেই রাগে থরথরিয়ে উঠল সে। ডান হাতে টর্চ জ্বলছে, এজন্য ডান হাতটা সে ব্যবহার করতে পারল না, বাঁ হাতে পেল্লায় একখানা চড় কষাল লালটুর গাল বরাবর। কিন্তু কি আশ্চর্য চড়টা লালটুর গায়ে লাগল না, লাগল এসে তার নিজের ডান কাঁধ বরাবর। এবং এত জোরে, নিজের চড় খেয়ে নিজেই প্রায় ছিটকে পড়ছিল পালোয়ান, কোনও রকমে নিজেকে সামলাল। তবে টর্চখানা সামলাতে পারল না, দূরে কোথায় ছিটকে পড়ে নিভে গেল সেটা। গভীর অন্ধকারে ভরে গেল চারদিক। দেখে কুলকুলে একখানা হাসি হাসল রমাকান্ত।

একে লালটুকে মারা চড় নিজের গায়ে এসে লেগেছে পালোয়ানের, তার ওপর লালটুর (রমাকান্তর) অমন হাসি, অপমানে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল পালোয়ান। 'তবে রে এ এ এ এ এ' বলে দুহাতে টিপে ধরল লালটুর গলা। ধরে চাপ দিল যেন মুহূর্তেই ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে লালটুর।

কিন্তু পালোয়ানের নিজের শ্বাস প্রশ্বাস কেন বন্ধ হয়ে আসছে! ব্যাপারখানা কি! তারপরই পালোয়ান বুঝতে পারল বেশ বড় রকমের একটা ভুল হয়ে গেছে তার। লালটুর গলা ভেবে সে নিজের গলাই টিপে ধরেছে। নিজেকেই মেরে ফেলতে বসেছে। ভেতরে ভেতরে খুবই লজ্জা পেল পালোয়ান। ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এসব কি হচ্ছে আজ!

তখন আবার কুলকুল করে হাসতে শুরু করেছে রমাকান্ত। এই হাসি শুনে রাগে আবার থরথরিয়ে উঠল পালোয়ান। এবার আর হাত ব্যবহার করল না সে, করল

পা। দুপা একত্র করে এমন একখানা লাথি মারল লালটুকে (রমাকান্তকে), এরকম লাথি মারার সময় পুরো শরীর শূন্যে উঠে যায় মানুষের, পালোয়ানেরও উঠল কিন্তু উঠে আর পড়ল না, অমন আজদাহা দেহখানা নিয়ে শূন্যে ভেসে রইল সে।

পালোয়ান খানিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে কি। লালটুকে নিয়ে যাই করছে হচ্ছে তার উল্টো। চড় মারল লালটুকে সেই চড় কিনা বেজায় জোরে এসে লাগল তার নিজের গালে! এসব কথা তো কাউকে বলা যায় না, লজ্জার কথা, নিজের চড় খেয়ে নিজের মাথাটা ঘুরে গেছে পালোয়ানের। এত জোর হাতের চড় জীবনে খায়নি সে। মাথাটা এখনও গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

পালোয়ানের গায়ে কি এত জোর! মনে তো হয় না।

নিজের গালে নিজের চড় খেয়ে নিজের গায়ের জোর নিয়ে ভারি একটা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল পালোয়ান। না, এত জোর তো তার গায়ে থাকবার কথা নয়। মানুষের গায়ে এত জোর থাকে না, এত জোর থাকে ভূতের গায়ে। পালোয়ান নিজে মানুষ তো, নাকি ভূত হয়ে গেছে!

কিন্তু জ্যান্ত মানুষ ভূত হয় কি করে! কোনও কোনও বদলোক মরে ভূত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, লালটুর গলা টিপে ধরার আগে গোপনে নিজের গায়ে একটা রামচিমটি কেটে দেখেছে পালোয়ান। মানুষ হলে ব্যথা পাবে, ভূত হলে পাবে না। মানুষের শরীর থাকে, ভূতের কোনও শরীর থাকে না। কিন্তু ব্যথা পালোয়ান পেয়েছে। পেয়ে সন্দেহটা তার একদম কেটে গেছে। না, সে তো ভূত হয়নি, সে তো মানুষই আছে। লালটু বজ্জাতটা তার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে।

তারপরই লালটুর গলা টিপে ধরেছে পালোয়ান। ধরে এমন জোর খাটিয়েছে, রাগের ঘোরে ছিল তো বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। যখন দেখে নিজেরই তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাতি ফটে যাবে, ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নিজের গলা টিপে ধরেছে পালোয়ান, নিজেকে মেরে ফেলতে বসেছে।

আরে, হচ্ছে কি এসব!

কি করে হচ্ছে!

কিন্তু নিজে যে পালোয়ান ভূত হয়নি, মানুষই আছে এটা তো সে খানিক আগে রামচিমটি খেয়ে প্রমাণ করেছে। সুতরাং ভয় নেই। রাগের ঘোরে আছে বলে পর পর দুবার ভুল হয়েছে তার। কিন্তু তিনবারের বার আর ভুল হতে পারে না। পালোয়ান ভাবল এবার দুপা একত্র করে লালটুকে একটা লাথি মারবে সে। দুপায়ে মারা লাথি তো আর যারটা তার নিজের গায়ে লাগতে পারে না!

কিন্তু লাথিটা মেরে একেবারেই বেকুব হয়ে গেল সে। আজদাহা দেহটা তার শূন্যে যে উঠল উঠলই। মাটিতে পড়ার আর নাম নেই।

এ কি করে সম্ভব!

মানুষের শরীর এভাবে হাওয়ায় ভেসে থাকে কি করে!

পালোয়ান সত্যি সত্যি মানুষ আছে তো! মরে হেজে ভূত হয়ে যায়নি তো!

কিন্তু কোন ফাঁকে হবে! মরে গেলে টের পেত না! চড় খাওয়া মাথাটা এমনিতেই গোত্তা খাচ্ছে তার, টিপে ধরা গলাটা এমন ব্যথা হচ্ছে, ঠিকঠাক মতো শ্বাস নিতে পারছে না, তার ওপর দেহটা আছে শূন্যে ভেসে। হচ্ছে কি এসব!

কিন্তু পালোয়ান বলে কথা! সে তো আর হেজিপেজি কেউ নয় যে ভয়ে একেবারে টাসকা লেগে যাবে! ভাসমান অবস্থায় ব্যাপারটা নিয়ে খুবই মন দিয়ে ভাবতে লাগল সে।

আসলে এসব হচ্ছে রমাকান্তর কাণ্ড। লাল্টু মনে করে রমাকান্তকে যখন চড় মারতে গেছে পালোয়ান, আস্তে করে পালোয়ানের হাতটা তার নিজের গালের দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে রমাকান্ত। সুতরাং নিজের হাতের চড় নিজের গালেই লেগেছে পালোয়ানের।

তারপর যখন গলা টিপে ধরতে গেছে তখনও একই কাণ্ড করেছে। কিন্তু যখন দু পায়ে লাথি মারতে গেছে তখন কি করবে হঠাৎ করে বুঝতে না পেরে রমাকান্ত করেছে কি নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বড়শির মতো বাঁকা করে পালোয়ানের কোমরে শক্ত করে বেঁধে রাখা গামছার (আসলে বউর শাড়ি) ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে। নিয়ে ছোট্ট শিশুরা যেমন খেলনা বড়শিতে পুঁটিমাছ তোলে ঠিক সেই কায়দায় পালোয়ানকে তুলেছে শূন্যে। তুলে খানিক চুপ করে থেকেছে তারপর খে খে করে হাসতে শুরু করেছে। এরকম বিটকেলে হাসি শুনে পালোয়ান আর একটু বেকুব হল। রাগটা তো তার ছিলই সে রাগ আর একটু বাড়ল। চিৎকার করে বলল—

কে বটে হে

খে খে করে হাসে রে?

সঙ্গে সঙ্গে রমাকান্তও ছড়া মিলাল—

তোমার বাপ বটে হে

এমন করে হাসে যে।

তারপরই পালোয়ানকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার পেটের দুপাশে কাতুকুতু দিতে লাগল রমাকান্ত। এই জায়গায় বেজায় সুড়সুড়ি পালোয়ানের, বাড়ির সবাই তা জানে। কিন্তু রমাকান্ত জানত না। সে দিয়েছে আন্দাজেই কিন্তু দিয়েই ভারি মজা পেয়ে গেল। শূন্যে ভাসমান পালোয়ান কাতুকুতু খেয়ে কাটা কই মাছের মতো তড়পাতে লাগল আর শিশুর মতো কুলুকুলু স্বরে খি খিখিখিখি, খি খিখিখিখি করে হাসতে লাগল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে হাত পা ছুঁড়ে কুটিপাটি সুরে বলতে লাগল, এই লাল্টু, এই, এমন করিসনে বাপ, এমন করিসনে, ছেড়ে দে, খি খিখিখিখি। দেখ মরে যাব, হাসতে হাসতে একদম মরে যাব, খি খিখিখিখি।

রমাকান্ত দেখল এই এক সুযোগ, এই সুযোগে পালোয়ানের কাছ থেকে কিছু কথা আদায় করা যাক।

অবিকল লাল্টুর গলায় রমাকান্ত বলল, আর কখনও আমার সঙ্গে এমন করবে? সঙ্গে সঙ্গে পালোয়ান বলল, না করব না বাপ। মাইরি বলছি। কোনওদিন করব না। খি খিখিখি।

আমাকে চড়চাপড় মারা তো দূরের কথা রাগ পর্যন্ত করতে পারবে না।

খি খিখি, করব না, করব না বাপ। খি খিখি।

সত্যি?

সত্যি। খি খি।

মনে থাকে যেন!

থাকবে। খি।

তারপরই কড়ে আঙুলটা আলগা করল রমাকান্ত, ধপাস করে মাটিতে পড়ল পালোয়ান। পড়ে বেশ ব্যথা পেল। কাতুকুতুর ভয়ে সেই কথা সে চেপে থাকল।

রমাকান্ত বলল, এখন আর একটা কাজ করতে হবে। পালোয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল, কি কাজ বাপ?

বল করবে। না করলে কিন্তু আবার কাতুকুতু দেব।

শুনে পালোয়ান একেবারে আঁতকে উঠল। না না, কাতুকুতু দিতে হবে না। করব। কী কাজ?

কানে ধরে একশবার উঠ বস করতে হবে।

উঠ বস? একশ বার! কেন?

আমার সঙ্গে যে অন্যায় করেছ তার শাস্তি।

শাস্তি তো অনেক দিয়েছিস বাপ, আবার উঠ বস কেন?

ব্যাপারটা তুমি যাতে ভুলে না যাও।

তবু উঠ বস শুরু করল না পালোয়ান। গড়িমসি করতে লাগল।

রমাকান্ত বলল, কী হল? কাতুকুতু দেব?

না না। বলেই উঠ বস শুরু করল পালোয়ান। কিন্তু কানে ধরার কথা তার মনে ছিল না।

রমাকান্ত বলল, এভাবে না। কানে ধরে।

পালোয়ান দুহাতে তার দুকান ধরল। ধরে উঠ বস করতে লাগল। সামনে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগল রমাকান্ত।

এক, ভাল হতে শেখ।

দুই, কি রবি তুই?

তিন, বাজবে তোমার বিন।

চার, খাবি বেলম মার।

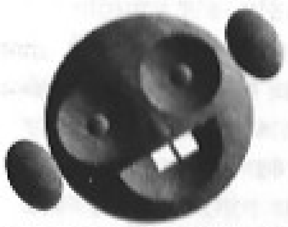

জ্ঞান ফেরার পর শুটকি দেখে তার স্বামী পালোয়ান ঘরে নেই। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। তারপর একে একে সব কথা মনে পড়ল তার এবং বেজায় খিদে পেল। আসলে রাতের খাবার খেতেই রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। উঠোনে কালো ভুষো মতো কি একটা জন্তুর ওপর হুড়মুড় করে পড়েছিল, পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। এখন শুটকি বুঝতে পারল জন্তুটা আর কিছু নয় এই বাড়ির কালো গরুগুলোর একটি। ছাড়া পেয়ে উঠোনে এসে বসেছিল। ছি ছি! গরুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল সে! কি লজ্জা!

তবে লজ্জার চে' খিদেটা বেশি পেয়েছে বলে ঘরের ভেতর জ্বলতে থাকা হারিকেনটা হাতে নিয়ে বেরুল শুটকি। এখন উঠোনে আর কোনও কালো গরু বসে নেই। ফাঁকা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে দাড়াল শুটকি। রান্নাঘরে বসে আস্তে ধীরে ভাত খাচ্ছে লালটু। দেখে একটু বিরক্ত হলো সে। ইস, এত খিদে পেয়েছে তার আর এখনই কিনা রান্নাঘরে বসে খাচ্ছে লালটু। বাড়ির বউ হয়ে সে তো আর বাড়ির রাখালের সঙ্গে বসে ভাত খেতে পারে না। তার চে' স্বামীকে খুঁজে এনে তার সঙ্গে বসে খাবে।

তিতিবিরক্ত স্বরে শুটকি বলল, এই লালটু, আমার উনি কোথায় রে?

এই বাড়িতে বউরা যে স্বামীর নাম ধরে ডাকে না এটা লালটু জানে। শুটকির 'আমার উনি' মানে হচ্ছে পালোয়ান।

ভাত খাওয়া থামিয়ে হাসিমুখে লালটু বলল, তাকে তো দেখলাম গোয়ালঘরের দিকে।

কী করে?

জানি না।

তারপর আর কোনও কথা বলল না শুটকি, গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু গোয়ালঘরের সামনে এসে আবার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল শুটকির। হারিকেনের আলোয় শুটকি দেখতে পেল দুহাতে দুকান ধরে উঠ বস করছে তার স্বামী আর তার সামনে দাঁড়িয়ে গুনছে লালটু। লালটুকে তো সে দেখে এল রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছে, তার সঙ্গে কথাও বলল, তাহলে এখানে এল কি করে? কখন এল?

৬৪

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শুটকি তারপর একবার পালোয়ানের দিকে আর একবার লালটুর দিকে, আসলে রমাকান্তর দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু ওদের দুজনের একজনও শুটকিকে খেয়াল করল না। জলজ্যান্ত একজন মানুষ হারিকেন হাতে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, না পালোয়ান না রমাকান্ত কেউ তা দেখতে পেল না। পালোয়ান তার কান ধরে ওঠ বস নিয়ে ব্যস্ত আর রমাকান্ত গোনা নিয়ে। মাত্র উনত্রিশ অব্দি গোনা হয়েছে, এতেই পালোয়ানের আজদাহা দেহখানা ভিজে একেবারে জলে ডোবা হোদল কুতকুতে একখানা ভোঁদর হয়ে গেছে। প্রথমে ঘেমেছে তার মাথাখানা। প্রতিটি চুলের গোড়া দিয়ে ঠেলে বেরুচ্ছে তিরতিরে ফোয়ারার মতো ঘাম, বেরিয়ে দরদর করে কানের দুপাশ, ঘাড় এবং গলা বেয়ে নামছে। নেমে সোজা মাটিতে পড়ছে। যে জায়গাটায় ওঠ বস করছে সে সেই জায়গার মাটি মাত্র উনত্রিশবার ওঠ বস করার ফলেই ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে। কিন্তু ঘাম দুচোখের কোল ছাড়িয়ে গাল বেয়ে এমন ভঙ্গিতে নেমেছে দেখে যে কেউ ভাববে পালোয়ান বুঝি মনের দুঃখে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

শুটকিরও ঠিক এই কথাটাই মনে হলো। আহা, স্বামীটা তার কাঁদছে! কেন কাঁদছে! কেন এমন করে ওঠ বস করছে কেনই বা কাঁদছে!

তারপরই মনে হল, বোধহয় স্বামীটি তার ব্যায়াম করছে। লালটুকে গোনার দায়িত্ব দিয়ে নিজে ওঠ বস করছে। ভেবে মুখে কাতুকুতু খাওয়া আমুদে ধরনের একখানা নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল শুটকির। ভাল, ব্যায়াম করা খুব ভাল। ব্যায়াম করলে দেহখানা তরতাজা থাকে। হাঁটাচলা করলে ঝরঝরা লাগে।

কিন্তু ব্যায়াম করার সময় তো কেউ কাঁদে না। রোজই সকাল বিকাল পালোয়ানকে সে ব্যায়াম করতে দেখে। হাত পা দাপড়ে নানা প্রকারের কসরৎ করে, ওঠ বস করে কিন্তু কাঁদে না তো। আজ অমন হাপুস নয়নে কাঁদছে কেন! এতকাল হলো বিয়ে হয়েছে শুটকির, কখনও তো স্বামীকে সে কাঁদতে দেখেনি। যার ভয়ে সারাবাড়ি, সারগ্রাম তটস্থ, যার ভয়ে বাড়ির মানুষ, সারা গ্রামের মানুষ প্রায়ই কাঁদছে, আজ কি না সেই মানুষেরই গাল বেয়ে নেমেছে কান্না! এ কি করে সম্ভব! তা ছাড়া স্ত্রী হয়ে স্বামীর এই ধরনের কান্না কি করে সহ্য করে শুটকি! তারও প্রায় কান্না পেয়ে গেল। গলাটা ভিজে গোবরের মতো প্যাদপ্যাদে হয়ে গেল। খুবই আহ্লাদি ভঙ্গিতে পালোয়ানের ডান বাহুর কাছে হাত ছোঁয়াল শুটকি। কি হয়েছে গো তোমার? এমন করে কাঁদছ কেন গো?

সঙ্গে সঙ্গে চমকে গোনা বন্ধ করল রমাকান্ত। হারিকেন হাতে শুটকিকে দেখতে পেল। দেখে বুঝতে পারল না এখন কি করবে সে কোথায় লুকাবে। লালটু হয়ে এক দুমিনিট এখানে এখন দাঁড়িয়ে থাকলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। স্বামীর এহেন অপমান দেখে শুটকি নিশ্চয় লালটুর ওপর হম্বিতম্বি শুরু করবে।

শুটকির গলা শুনে বাড়ির অন্যান্য লোক ছুটে আসবে গোয়ালঘরের দিকে। আসল লালটুও আসবে। পাশাপাশি দুজন লালটুকে দেখলে, না, তারপর আর ভাবতে পারে না রমাকান্ত। তাড়াহুড়ো করে সাপের রূপ ধরল সে। হাতপাঁচেক লম্বা ঝিম কালো একখানা শংখচূড় হয়ে গেল। হয়ে সুরুৎ করে গোয়ালঘরের বেড়ার পাশে মাটিতে গা মিশিয়ে পড়ে রইল।

এদিকে শুটকির অমন গ্যাদগ্যাদে গলার কথা শুনে ওঠ বস বন্ধ করেছে পালোয়ান, ফ্যালফ্যাল করে শুটকির মুখের দিকে তাকিয়েছে। তাকিয়ে কি যে হলো তার, কোনও কোনও শাস্তি পেতে থাকা আদুরে শিশু হঠাৎ করে মাকে দেখলে কিংবা মায়ের গলা পেলে যেমন ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে ঠিক তেমন করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না গো। লালটু কেন এমন শাস্তি দিচ্ছে আমাকে! কোথায় আমি চাইলাম ওকে শাস্তি দিতে! ও উল্টো দিচ্ছে আমাকে। পালোয়ান হয়েও কিছুই করতে পারছি না আমি।

এতক্ষণ ধরে যেসব কাণ্ড রমাকান্ত করেছে তা একটার পর একটা বলতে গেল পালোয়ান। কি ভেবে মুখে কুলুপ আঁটল! বলল না। ওইটুকু একটি পুঁচকে ছোড়া হাতির মতো শক্তিশালী পালোয়ানকে এই অতটা ক্ষণ ধরে যে ধরনের নাকানি চোবানি খাইয়েছে, যার সামান্যতম ভদ্রতা জ্ঞান আছে তার পক্ষে কিছুতেই সে কথা কাউকে বলা সম্ভব নয়। আর যাই হোক পালোয়ান মানুষটা তো ভদ্রলোক।

কিন্তু বউর সামনে এমন করে যে কাঁদল পালোয়ান এটা কেমনতর ভদ্রতা হলো! ছ্যা ছ্যা ছ্যা! বউটা তাকে ভাববে কি! ধকল তো এতক্ষণ ধরে শরীরের ওপর দিয়ে গেছেই, এখন মান সম্মানটাও বুঝি যায়।

মোটা মানুষেরও বুদ্ধি কখনও কখনও বেশ সরু হয়। হঠাৎ করে ভাল রকমের কোনও কোনও চালাকি তারা করে ফেলতে পারে। পালোয়ানও তেমন একখানা চালাকি করল। কথা নেই বার্তা নেই শুটকির মুখের দিকে তাকিয়ে খে খে করে হাসতে লাগল। এত জোর সেই হাসির, ঘামে ভেজা ভোঁদরের মতো হোদল কুতকুতে দেহখানা হাসির তোড়ে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। এই এমন হাপুস নয়নে কাঁদছিল মানুষটা আর এখন কিনা অমন করে হাসছে, ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ করে পাগল হয়ে যায় নি তো পালোয়ান! মোটা লোকরা বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে নাকি এমন করে হাসে!

নাকি ভূতে ধরেছে পালোয়ানকে!

গোয়ালঘরের পেছনে একশ সোয়াশ বছরের পুরনো একখানা তেঁতুল গাছ। এতকালের পুরনো গাছে ভূত না থেকে পারে না। এরকম সন্ধেবেলা একা পেয়ে পালোয়ানের ওপর আছর করেনি তো তেঁতুলভূত!

কিন্তু পালোয়ান তো এখানে একা ছিল না। সঙ্গে তো লালটুও ছিল। দুজন মানুষ নাকি একসঙ্গে থাকলে ভূত তাদের কাছে ভিড়ে না!

তাহলে?

খুবই চিন্তিত মুখে পালোয়ানের মুখপানে তাকিয়ে রইল শুটকি। খে খে করা হাসিটা হাসতে হাসতে পালোয়ান বলল, বুঝলে গো, বুঝলে, তোমার সঙ্গে একটু মশকরা করলাম। প্রথমে ওঠ বস, তারপর কান্না, তারপর হাসি। আসলে ব্যায়াম করছিলাম। এটাকে বলা হয় বঠকি। কেতাবি বাংলায় বৈঠক। আমি বঠকি মারছিলাম আর লালটু গুনছিল। তাই নারে লালটু?

বলেই এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়ে গুনছিল রমাকান্ত সেদিকে তাকাল পালোয়ান। তাকিয়ে বেকুব হয়ে গেল। সেখানে কেউ নেই। কোথায় গেল? কোন ফাঁকে গেল? দুজন মানুষের চোখের সামনে থেকে, হাতের এত কাছ থেকে একজন মানুষ কেমন করে উধাও হয়?

পালোয়ানের চোখ অনুসরণ করে শুটকিও তাকিয়েছে। কিন্তু লালটু নেই। পালোয়ান এবং শুটকি দুজন পরস্পর বোকা চোখে দুজনার দিকে তাকিয়েছে। পালোয়ান বলল, এখানেই তো ছিল। কোথায় গেল? ওরে লালটু, কোথায় গেলি বাপ?

পালোয়ান এবং শুটকির দশা দেখে, কথাবার্তা শুনে গোয়ালঘরের বেড়ার সঙ্গে নিঝুম হয়ে সেঁটে থাকা শঙ্খচূড় রমাকান্তর তখন বেজায় হাসি পাচ্ছে। অনেকক্ষণ হাসিটা পেটে চেপে রাখল সে। শেষ পর্যন্ত পারল না। পেট ফেটে গলগল করে বেরুল হাসি। কিন্তু সে তো এখন মানুষ নয়, সাপ। সাপের হাসি তো আর মানুষের মতো হয় না। রমাকান্তর হাসিটা হল হিসসসসস অর্থাৎ প্রায় ফণা তোলা বিষধর সাপের মতো। সেই শব্দ শুনে পালোয়ান ভাবল বুঝি গোয়ালঘরের আড়ালে লুকিয়েছে লালটু। তার সঙ্গে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ' খেলছে এবং ওইভাবে আওয়াজ দিচ্ছে। শুটকির মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসে গলায় পালোয়ান বলল, ওই যে শোন, আওয়াজ দিচ্ছে। বেহেড চালাক ছোকড়া। লুকিয়েছে রসো বাছা, কানামাছি খেলার সাধ এখুনি দেখাচ্ছি। ঘামটা একটু মুছে নিই।

কোমর থেকে গামছার কায়দায় বেঁধে রাখা শাড়িখানা খুলল পালোয়ান। তারপর মুখ গাল মুছে শাড়িটা দলাই মলাই করে দিল শুটকির হাতে। এটা তোমার কাছে রাখ। আমি ব্যাটাকে ধরছি।

পালোয়ানের মোছা ঘামে শাড়িটা তখন একেবারে জ্যাব জ্যাবে ভেজা। হাতে নিয়ে শুটকির মনে হলো হল ছুবিয়ে জিনিসটা কেউ তার হাতে দিয়েছে।

কিন্তু শুটকি কোনও কথা বলল না। অনেকক্ষণ ধরেই বাকরুদ্ধ হয়ে আছে সে। ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে স্বামীর কাণ্ডকারখানা দেখছে সে।

পালোয়ান তখন শিশুর মতো আমুদে ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে। খানিকদূর গিয়েই শঙ্খচূড় রমাকান্তর লেজ বরাবর পায়ের একটা আঙুলের সামান্য অংশের ছোঁয়া লাগল পালোয়ানের। সেই ছোঁয়ায় এমন রাগ হলো রমাকান্তর, শরীরের যাবতীয় রক্তমাথায় লাফিয়ে উঠল তার। আসলে রমাকান্ত তো এখন আর রমাকান্ত নয়, বিষধর রাগী সাপ শঙ্খচূড়। এই সাপের রাগ বড় ভয়ঙ্কর! হয়ত গরমকালে কোনও গাছের মিঠেল ছায়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে শঙ্খচূড়, এমন সময় গাছের একখানা পাতা ঝরে পড়ল তার ওপর, রেগে সঙ্গে সঙ্গে পাতাটাকেই ছোবল মারল সে। পালোয়ানের পায়ের ছোঁয়ায় ঠিক তেমন একখানা ভাব এখন হল শঙ্খচূড় রমাকান্ত। হিসসস করে পালোয়ানকে ছোবল দেয়ার জন্য লাফিয়ে উঠল সে। লাফটা একটু বেশি জোরে দিয়ে ফেলেছিল। ফলে পালোয়ানের মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। ছোবল তো লাগলই না, পালোয়ানের দেহ ছুঁতে পর্যন্ত পারল না। ওপরে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মালার মতো গোল হয়ে পড়ল পালোয়ানের গলায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও কেন যেন পড়ে গেল শঙ্খচূড় রমাকান্তর। হাতের কাছে পেলেও ছোবল দিতে ইচ্ছে করল না পালোয়ানকে।

এদিকে হয়েছে কি, সাপের শরীর তো সব সময় ভেজা শাড়ি গামছার মতো ঠাণ্ডা হয়, পালোয়ান ভেবেছে শুটকি বুঝি খানিক আগে তার কাছে রাখতে দেয়া পালোয়ানের কোমরে বাঁধার ভেজা শাড়িটা ছুঁড়ে মেরেছে। অভ্যেস বশত কাঁধ থেকে জিনিসটা নিয়ে কোমরে প্যাচ দিয়ে বাঁধতে গেল সে। কিন্তু পালোয়ানের কোমর বলে কথা, পাঁচ হাত লম্বায় তো সে কোমর বেড় পাওয়ার কথা নয়। বার কয়েক চেষ্টা করে বিরক্ত ভঙ্গিতে শুটকিকে পালোয়ান বলল, ওগো, গামছাখানা (এই শাড়িটিকে পালোয়ান বলে গামছা) এত ছোট হলো কি করে?

ঠিক তখুনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে লালটু এসে দাঁড়ায় পালোয়ান এবং শুটকির মাঝখানে। শুটকির হাতে ধরা হারিকেনের আলোয় দেখতে পেল মিশমিশে কালো একখানা সাপ কোমরে বাঁধবার চেষ্টা করছে পালোয়ান। দেখে সব ভুলে চিৎকার করে উঠল লালটু। সাপ, সাপ।

জগত সংসারের একখানা জীবকে বেজায় ভয় পায় পালোয়ান। এই একটি ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে তার খুব মিল। শুটকিও যারপরনাই ভয় পায় সাপকে। সুতরাং আচমকা লালটুর মুখে অমন সাপ সাপ চিৎকার শুনে একসঙ্গে আঁতকে উঠল তারা দুজন। প্রথমে 'কোথায় সাপ' বলে কোলা ব্যাঙের মতো একটি লাফ দিল পালোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে লালটু বলল, ওই তো তোমার হাতে। কোমরে বাঁধবার চেষ্টা করছ।

বলিস কি!

বলেই নিজের হাতের দিকে তাকাল পালোয়ান, কোমরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে ত্রাহি একটা ডাক ছাড়ল। 'বাবারে খাইছে আমারে'। তারপর কুকুরের লেজে জ্বলন্ত তারাবাতি বেঁধে দিলে কুকুর যেমন দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে, আচমকা তেমন করে একটা ছুট লাগাতে গেল।

আর সাপটা এমন করে ছুঁড়ে ফেলল, কোনদিকে যে ফেলল খেয়াল করল না। সাপটা গিয়ে মালার মতো পড়ল শুটকির গলায়। ভঙ্গিটা এমন যেন খুবই আদুরে ভঙ্গিতে স্বামী তার স্ত্রী গলায় মালা পরাচ্ছে। এমনিতেই সাপের ভয়ে কাঠ হয়েছিল শুটকি তার ওপর সেই সাপ এসে পড়ল তার গলায়, শুটকি আর রা করার সুযোগ পেল না। জ্ঞান হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওদিকে এতসব কাণ্ডকারখানা দেখে বেদিশে হয়ে রমাকান্ত আবার লালটুর রূপ ধরে ফেলেছে। এমনিতেই পালোয়ান তখন আর নিজের মধ্যে নেই, এই অবস্থায় দেখে অজ্ঞান শুটকির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লালটু। দেখে 'বাবারে ভূতে ধরল রে' বলে ঝড়ের বেগে একখানা দৌড় লাগাল। খানিক দূর গিয়ে মুহূর্তের জন্য ফিরল, ফিরে থাবা দিয়ে অজ্ঞান শুটকিকে তুলল, তোলার ভঙ্গিটি এমন যেন মাটিতে ফেলে রাখা খেলনা পুতুল তুলছে কোনও শিশু। তারপর আবার আগের মতো দৌড়। পালোয়ানের এই দৌড় দেখে দুজন লালটু অর্থাৎ রমাকান্ত এবং লালটু হি হি হি হি করে হাসতে লাগল। আজকের আগে এমন শিক্ষা পালোয়ানকে কেউ দিতে পারেনি। এত ভয়ও পালোয়ানকে কেউ দেখাতে পারেনি। ফলে রমাকান্তের ওপর খুবই খুশি হলো লালটু। গদগদ গলায় বলল, তুমি খুবই ভাল ভূত রমাকান্ত। থাক আমার সঙ্গে। তুমি সঙ্গে থাকলে দুনিয়ার বেবাক ত্যাঁদড় ঠিক করে ফেলব আমি।

খরগোশপুর

নৌকো থেকে মাত্র নেমেছি, মাঝি বলল, বেশিদূর যাবেন না সাহেব।

মুখ ঘুরিয়ে মাঝির দিকে তাকালাম, কেন?

লোকটি মাথা নিচু করল। কাঁচুমাচু গলায় বলল, না এমনি।

তোমার কোনও অসুবিধা আছে?

আমার কি অসুবিধা!

তাহলে?

এই দিকটায় তো কেউ কখনও আসে না। নির্জন নিরিবিলি জায়গা।

তাতে কি! তুমি নৌকো নিয়ে বসে থাক। আমার যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে আসি। তোমার সাথে তো এরকমই কথা হয়েছে। ঘণ্টা হিসেবে পয়সা নেবে।

লোকটি আবার মাথা নিচু করল। আমি সাহেব টাকা পয়সার কথা বলছি না। নির্জন নিরিবিলি জায়গায় একা একা ঘুরে বেড়াবেন!

বোধহয় আরও কিছু সে বলতে চাইল, আমি খেয়াল করলাম না। পাড় ভেঙে ওপরে উঠে গেলাম।

যেখানে নৌকো থেমেছে সেখান থেকে নদীর পাড় দেড় মানুষ সমান উঁচু। উঠতে বেশ কষ্ট। তবে উঠে সেই কষ্টের কথা আমি মুহূর্তে ভুলে গেলাম। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সামনে আশ্চর্য সুন্দর একখানা মাঠ। এত বড় মাঠের শেষপ্রান্তে এসে নেমেছে দুপুরবেলার অপূর্ব নীল আকাশ। মাঠের ঘাস এত সবুজ, মনেই হয় না এ কোনও সত্যিকার ঘাস।

মনে হয় শিশুদের আঁকা ঘাসের ছবি। মাঠময় যেন কাচা সবুজ রঙ লেপটে দিয়েছে কোনও শিশুশিল্পী।

মাঠের মাঝ বরাবর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুখানা অচেনা গাছ। দেখতে কি সুন্দর গাছ দুটো! একেবারে ছবির মতো।

আমি মুগ্ধ চোখে মাঠের দিকে তাকালাম। গাছের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, ভারি সুন্দর জায়গা তো কি নাম জায়গাটির?

সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে মুখ এনে কে যেন ফিসফিস করে বলল, খরগোশপুর।

কে, কে কথা বলল।

নৌকার মাঝিটি কি আমার পেছন পেছন এসেছে! কথাটা কি আমি শব্দ করে বলেছি! শুনতে পেয়ে মাঝি কি জবাব দিল!

চমকে পেছনে তাকাই।

কই, কেউ তো নেই এখানে! আশ্চর্য ব্যাপার! কথা তাহলে বলল কে! আমি স্পষ্ট শুনলাম জায়গাটির নাম বলল খরগোশপুর। কিন্তু কথা তো আমি মনে মনে বলেছি! শব্দ করে বলিনি। মনের কথা শুনে শব্দ করে জবাব দিয়ে গেল কে!

আমি সামান্য দিশেহারা হলাম। এমন তো কখনও হয়নি!

ঠিক তখুনি নদীর দিক থেকে অদ্ভুত একটা হাওয়া এল। সেই হাওয়ায় দিশেহারা ভাব কেটে গেল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাঠের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

দুপুরের রোদ আশ্চর্য রকম শীতল আজ। খাঁ খাঁ করছে ঠিকই কিন্তু একটুও গরম লাগছে না। হাওয়ার মায়াবী পরশ চারদিকের নির্জনতায় মিলেমিশে অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে গাছ দুটোর দিকে তাকালাম আমি। মনে মনে বললাম, ও দুটো কি গাছ?

সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশ থেকে কে যেন বলল, বকুল গাছ।

দুবন্ধু পাশাপাশি হাঁটতে থাকলে একজন কোনও প্রশ্ন করলে আরেকজন যেভাবে জবাব দেয়, জবাবটা এল ঠিক সেই ভাবে।

আমি আবার চমকে উঠি। দিশেহারা ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাই। কই, কেউ তো নেই! খাঁ খাঁ নির্জন মাঠে আমি একাকী হাটছি।

আশ্চর্য ব্যাপার! আমার মনের কথা কেমন করে শুনছে কেউ! কেমন করে জবাব দিচ্ছে! আবার সেই দিশেহারা ভাব হল আমার। গা কাঁটা দিয়ে উঠল। ঠিক তখুনি আবার এল সেই হাওয়া। মুহূর্তে কেটে গেল আমার দিশেহারা ভাব। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা গাছ দুটোর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কাছাকাছি এসে গাছ দুটো দেখে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কি যে অবাক হলাম! এতটা অবাক জীবনে কখনও হইনি।

গাছ দুটো সত্যি সত্যি বকুল গাছ। এবং দুটো গাছই দেখতে অবিকল একরকম। যেন যমজ ভাই। কতকাল ধরে যে এভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে!

এরকম দৃশ্য জীবনে কেউ কখনও দেখেছে!

ফ্যালফ্যাল করে গাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পা দুটো আমার তখন কেমন অবশ হয়ে আসছে। ভারি ক্লান্ত লাগছে।

বকুল গাছতলায় বসে আমি কি একটু জিরাব!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশ থেকে কে যেন বলল, জিরাও।